ভবিষ্যতের রূপরেখা– ৬ (ছয়) সংস্কার কমিশনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন

২০২৫ সালের ১৫ জানুয়ারি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নিকট চারটি সংস্কার কমিশন (দুদক সংস্কার কমিশন, সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন ও পুলিশ সংস্কার কমিশন) তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন হস্তান্তর করে। পরবর্তীতে ২০ জানুয়ারি কমিশন চারটির মেয়াদ ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এছাড়াও, ৫ ফেব্রুয়ারি জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন ও বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন হস্তান্তর করে।

দুদক সংস্কার কমিশন

Anti-Corruption Commission Reform Commission

- **পুরো নাম–** দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন।
- **গঠিত হয়–** ৩ অক্টোবর, ২০২৪। ♦ **মোট সদস্য সংখ্যা–** ৮ জন।
- **সুপারিশপত্রে মোট অধ্যায়-** ৭টি। ♦ **মোট সুপারিশ সংখ্যা–** ৪৭টি।
- **সুপারিশমালা বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত রূপরেখা/পথরেখা ৩টি–**
  ❖ স্বল্প মেয়াদী (৬মাস) ❖ মধ্যম মেয়াদী (১৮মাস) ❖ দীর্ঘ মেয়াদী (৪৮মাস)।

উল্লেখযোগ্য সুপারিশ সমূহ–

☞ দুদকে স্বচ্ছ নিয়োগের জন্য **৭ সদস্যের বাছাই কমিটি** গঠন।
☞ আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে দেশে **কমন রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস** এর বাস্তবায়ন ।
☞ দুদক থেকে অনিয়ম দূর করতে **টাস্কফোর্স গঠন**।
☞ UNCAC বা UN Convention against Corruption এর **২১নং অনুচ্ছেদ** অনুসারে ঘুষ লেনদেনকে শাস্তির আওতায় আনা ।
☞ দুদকের কার্যালয় আছে এমন প্রতিটি জেলায় **স্পেশাল জজ আদালত গঠন**।
☞ কমিশনারদের যোগ্যতা ২০ বছরের অভিজ্ঞতার পরিবর্তে **নূন্যতম ১৫ বছর** হলেই হবে।

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	কমিশনের মেয়াদ	কমিশনের সদস্য সংখ্যা	কৌশলপত্র	কমিশন গঠনে কমিটি
বর্তমানে: বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান	বর্তমানে: ৫ (পাঁচ) বছর	বর্তমানে: ৩ (তিন) জন	বর্তমানে: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	বর্তমানে: সার্চ কমিটি
প্রস্তাবিত: সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান	প্রস্তাবিত: ৪ (চার) বছর	প্রস্তাবিত: ৫ জন (ন্যূনতম ১জন নারী)	প্রস্তাবিত: দুর্নীতিবিরোধী জাতীয় কৌশলপত্র	প্রস্তাবিত: বাছাই ও পর্যবেক্ষণ কমিটি

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন
Electoral Reform Commission

- **গঠিত হয়–** ৩ অক্টোবর, ২০২৪।
- **মোট সদস্য সংখ্যা–** ৮ জন।
- **সুপারিশপত্রে মোট অধ্যায়-** ১৯টি। ♦ **মোট সুপারিশ সংখ্যা–** ১৫০টি

উল্লেখযোগ্য সুপারিশ সমূহ–

☞ **স্থানীয় সরকার নির্বাচনের** সম্পূর্ণ দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের কাছে ন্যস্ত করা।
☞ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন বন্ধ ও **'না-ভোটে'র বিধান** প্রবর্তন।
☞ নতুন রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে **১০% জেলায় এবং ৫% উপজেলায়/থানায়** দলের অফিস এবং ন্যূনতম **৫,০০০ সদস্য** থাকার বিধান করা ।
☞ কোন দল **পর পর দু'টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ** না করলে সেই দলের নিবন্ধন বাতিল।

Join Our Facebook group for Regular PDFs....Click Here — FB Group — https://shorturl.at/c2ctz

☞ SSI বা **Self-Sovereign Indentity** ব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিকদের NID কার্ডকে একটি স্ট্যান্ডার্ডাইজড ডিজিটাল ফরম্যাটে রূপান্তর।

☞ কোন ব্যক্তি **একই সাথে প্রধানমন্ত্রী, রাজনৈতিক দলের প্রধান ও সংসদ নেতা** হতে পারবেন না। দু'বার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষিত হবেন।

☞ এক ব্যক্তির **একাধিক আসনে প্রার্থীতা ও নির্বাচনে EVM পদ্ধতির** ব্যবহার বাতিল।

☞ কোনো আসনে **নূন্যতম ৪০% ভোট** না পড়লে সে আসনে পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সংসদ	প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ	স্থানীয় সরকার নির্বাচন	ডেপুটি স্পিকার	সংরক্ষিত নারী আসন
বর্তমানে: এক কক্ষ বিশিষ্ট	বর্তমানে: অনির্দিষ্ট বার	বর্তমানে: দলীয় পদ্ধতি	বর্তমানে: সরকারি দল	বর্তমানে: ৫০টি
প্রস্তাবিত: ২দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট	প্রস্তাবিত: ২বারের অধিক নয়	প্রস্তাবিত: নির্দলীয় পদ্ধতি	প্রস্তাবিত: বিরোধী দল	প্রস্তাবিত: ১০০টি (নিম্নকক্ষ)

সংবিধান সংস্কার কমিশন

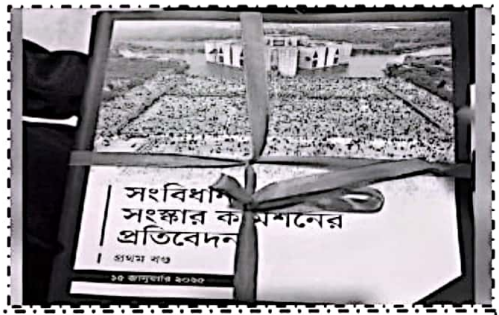

Constitution Reform Commission

- ♦ **গঠিত হয়–** ৬ অক্টোবর, ২০২৪।
- ♦ **মোট সদস্য সংখ্যা–** ৯ জন।
- ♦ **সুপারিশপত্রে–** মোট অধ্যায় ৩টি।
- ♦ **মোট খন্ড রয়েছে–** ৫টি। ♦ **মোট উদ্দেশ্য–** ৭টি।

উল্লেখযোগ্য সুপারিশ সমূহ–

☞ **দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট** আইনসভা/সংসদ (উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ) গঠিত হবে। উভয় কক্ষেরই মেয়াদ হবে **৪ বছর**।

☞ **উচ্চকক্ষে মোট সদস্য সংখ্যা হবে ১০৫ জন** । জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত মোট ভোটের সংখ্যা অনুপাতে ১০০ জন সদস্য নির্ধারিত হবেন; বাকি ৫ জন সদস্য রাষ্ট্রপতি মনোনীত করবেন। রাজনৈতিক দলগুলো **সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব/ Proporitonal Representation (PR)** পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রার্থী মনোনয়ন দিবে।

☞ **নিম্নকক্ষে মোট সদস্য সংখ্যা হবে ৪০০ জন**। ৩০০ জন সদস্য জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। অবশিষ্ট **১০০ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত** থাকবে।

☞ নিম্নকক্ষে **ডেপুটি স্পিকার থাকবেন ২ জন**, যার মধ্যে একজন অবশ্যই বিরোধী দল থেকে মনোনীত হবেন।

☞ **রাষ্ট্রপতি নির্বাচক মন্ডলির (Electoral College) ভোটে নির্বাচিত** হবেন এবং সর্বোচ্চ ২বার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারবেন।

☞ ন্যূনতম **২১ বছর বয়স** হলেই যে কোন নাগরিক সংসদীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পাবে।

সাংবিধানিক নাম	❖ **বর্তমানে–** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।	❖ **প্রস্তাবিত–** জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ।
মূলনীতি	❖ **বর্তমানে (৪টি)–** জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। ❖ **প্রস্তাবিত (৬টি)–** সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র।	
সংসদ/আইনসভা	❖ **বর্তমানে–** এককক্ষ বিশিষ্ট।	❖ **প্রস্তাবিত–** দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট।
ডেপুটি স্পিকার	❖ **বর্তমানে–** সরকারি দল।	❖ **প্রস্তাবিত–** বিরোধী দল।
নাগরিকত্ব	❖ **বর্তমানে–** বাঙালি।	❖ **প্রস্তাবিত–** বাংলাদেশি।
সরকারের/জাতীয় সংসদের/রাষ্ট্রপতির মেয়াদ	❖ **বর্তমানে–** ৫ বছর।	❖ **প্রস্তাবিত–** ৪ বছর।

নিম্নকক্ষের মোট আসনের ১০% তরুণ-তরুণীদের মধ্যে থেকে মনোনীত করতে হবে।

Join Our Facebook group for Regular PDFs....Click Here — FB Group — https://shorturl.at/c2ctz

পুলিশ সংস্কার কমিশন

♦ **গঠিত হয়–** ৩ অক্টোবর, ২০২৪। ♦ **মোট সদস্য সংখ্যা–** ৯ জন।

উল্লেখযোগ্য সুপারিশ সমূহ–

☞ পুলিশ বাহিনীর সংস্কারের জন্য **২২টি আইনের সংশোধন ও পরিমার্জন** ।

☞ ব্যক্তি ও দলীয় প্রভাবমুক্ত একটি **নিরপেক্ষ পুলিশ কমিশন** গঠন ।

☞ পুলিশের কাজকর্ম তদারকির জন্য **'ওয়াচডগ বা ওভারসাইট কমিটি'** গঠন ।

☞ কাউকে গ্রেপ্তার, তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা **[8SCOB (2016) AD]** বাস্তবায়ন ।

☞ দ্রুত অপরাধ দমনের জন্য খুলনা, শরীয়তপুর, চাঁদপুর, বরিশাল, ভোলাসহ সমগ্র দেশে **জলপথমন্ডিত এলাকায় 'ভাসমান থানা'** গঠন ।

☞ দেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরে **ফরেনসিক ল্যাবরেটরী স্থাপন**। পাশাপাশি, প্রতিটি বিভাগে একটি করে **ক্রাইমসিন ইউনিট/ব্যালিস্টিক শাখা** গঠন করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

*[*Note: বাংলাদেশ পুলিশ অপরাধীদের সব তথ্য **Crime Data Management System (CDMS)** সফটওয়্যারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে।]*

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন

Public Administration Reform Commisssion

♦ **গঠিত হয়–** ৩ অক্টোবর, ২০২৪। ♦ **মোট সদস্য সংখ্যা–** ১১ জন।

♦ **সুপারিশপত্রে–** মোট অধ্যায় ১৭টি। ♦ **পরিশিষ্ট রয়েছে–** ১০টি।

উল্লেখযোগ্য সুপারিশ সমূহ–

☞ বর্তমানে বিদ্যমান ৪৩টি মন্ত্রণালয়কে হ্রাস করে **২৫টি মন্ত্রণালয় ও ৪০টি বিভাগে বিন্যস্ত** করা। মোট মন্ত্রীর সংখ্যা হবে ২৩ জন এবং প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর সংখ্যা হবে ১২ জন।

☞ উপজেলা পরিষদ থেকে **ভাইস চেয়ারম্যান পদ বাতিল** করা।

☞ আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের অধীন থেকে **ভূমি রেজিস্ট্রেশন অফিসকে পৃথক করে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত** করা।

☞ কমপক্ষে ১৫ বছর চাকুরী করার পর প্রজাতন্ত্রের একজন কর্মচারী সকল সুবিধাসহ অবসর গ্রহণ করতে পারবেন।

☞ **পাবলিক সার্ভিস অ্যাক্ট, ২০১৮ এর ধারা ৪৫** এর বিধান অনুসারে কেউ **২৫ বছর** চাকুরী করার পর সরকার চাইলে তাকে যে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠাতে পারতো সে বিধান বাতিল করা।

☞ বাংলাদেশকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা নামক **৪টি প্রদেশে** ভাগ করা। কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে আলাদা **২টি বিভাগ** গঠন করা।

☞ ঢাকা মহানগর, টঙ্গী, নারায়ণগঞ্জ, সাভার ও কেরাণীগঞ্জ নিয়ে **ক্যাপিটাল সিটি গভর্নমেন্ট** গঠন করা।

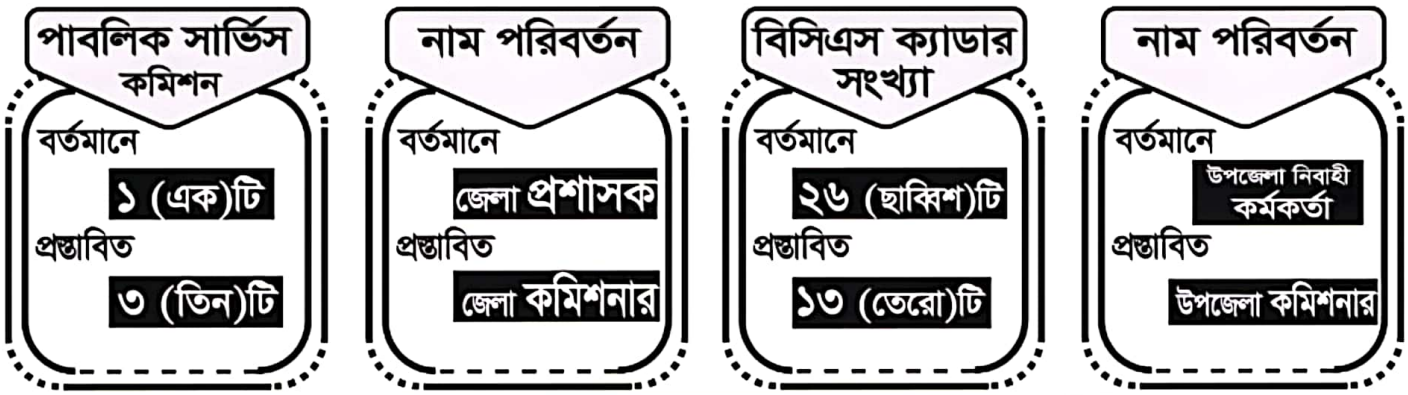

Join Our Facebook group for Regular PDFs....Click Here — FB Group — https://shorturl.at/c2ctz

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন

Judiciary Reform Commission

- **গঠিত হয়–** ৩ অক্টোবর, ২০২৪।
- **মোট সদস্য সংখ্যা–** ১১ জন।
- **সুপারিশপত্রে–** মোট অধ্যায় ৩২টি। ♦ **পরিশিষ্ট রয়েছে–** ১১টি।

উল্লেখযোগ্য সুপারিশ সমূহ–

☞ মামলার রায়ের **পিডিএফ (PDF) কপি আদালতের ওয়েব সাইটে আপলোড** করা।

☞ মামলাজট কমানোর লক্ষ্যে **অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ** দেয়া যেতে পারে।

☞ আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে **বিচারপতি সংখ্যা বৃদ্ধি** করা। আপিল বিভাগে সকল কার্যদিবসে **ন্যূনতম ৩টি বেঞ্চ** পরিচালনা করা।

☞ বিচারকদের শৃঙ্খলা ও জবাবদিহিতা আনতে সুপ্রীম **জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন**।

বিচারপতিদের অবসরের বয়স হবে ৭০ বছর

হাইকোর্টের বিচারক হওয়ার ন্যূনতম বয়স হতে হবে ৪৮ বছর

☞ সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে ক্ষমা করে দেওয়ার রাষ্ট্রপতির যে একচ্ছত্র ক্ষমতা, তা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠা।

☞ **ভ্রাম্যমাণ আদালতকে (Mobile Court) বিচার বিভাগের আওতায়** নিয়ে আসা।

প্রতিবেদনে সুপ্রীমকোর্ট ব্যবস্থাপনা নামক একটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এটি অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন মামলা ছিল ৫,৭৭,২৮০টি এবং আপিল বিভাগে বিচারাধীন মামলা ছিল ২৮,৯০১টি।

দেশে প্রথম অ্যাপ্লাইড ডেমোক্রেসি ল্যাব

- **দেশে প্রথমবারের মত অ্যাপ্লাইড ডেমোক্রেসি ল্যাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে–** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
- **প্রতিষ্ঠার তারিখ–** ৭ জানুয়ারি, ২০২৫।
- **সহযোগিতাকারী প্রতিষ্ঠান–** United States Agency for International Development (USAID) ও International Foundation for Electoral Systems (IFES).
- **প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য–**
  - ❖ গণতন্ত্র চর্চা। ❖ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবাধিকার বিষয়ক সচেতনতা তৈরি।
  - ❖ মৌলিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।

Join Our Facebook group for Regular PDFs....Click Here — FB Group — https://shorturl.at/c2ctz

হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি-১৫ মাসব্যাপী চলমান রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসান

- **যুদ্ধ শুরু–** ৭ অক্টোবর, ২০২৩।
- **গাজায় মোট নিহত–** ৪৭,০০০ জন (প্রতি ৫০ জনে ১ জন)।
- **যুদ্ধবিরতি চুক্তির খসড়া–** ৩১ মে, ২০২৪।
- **চুক্তি স্বাক্ষর–** ১৮ জানুয়ারি, ২০২৫।
- **চুক্তি কার্যকর–** ১৯ জানুয়ারি, ২০২৫।
- **মধ্যস্থতাকারী দেশ–** মিশর, কাতার, যুক্তরাষ্ট্র।
- **চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী পক্ষ–** ৩টি
  - ❖ হামাস ❖ ইসরায়েল ❖ ফিলিস্তিনি ইসলামি জিহাদ।
- **৩টি ধাপে চুক্তিটি বাস্তবায়ন করা হবে।**

প্রথম ধাপ

৩৩জন ইসরায়েলি বন্দির বিনিময়ে ১,৯০৪ জন ফিলিস্তিনি নাগরিক মুক্তি পাবে। গাজায় জরুরী খাদ্য, পানি, ঔষধ ও ত্রাণ সরবরাহের অনুমতি ও গাজার জনবহুল এলাকা থেকে ইসরায়েলি সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার।

দ্বিতীয় ধাপ

গাজা থেকে সম্পূর্ণরূপে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার, টেকসই শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং অবশিষ্ট জীবিত বন্দিদের বিনিময় সম্পূর্ণ করা।

তৃতীয় ধাপ

গাজার পুনর্গঠনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। নিহত ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনি বন্দিদের লাশ বিনিময় করা। সীমান্ত ক্রসিংগুলো পুনরায় চালু করা।

গাজার নিয়ন্ত্রণ এখন ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের হাতে

- স্থায়ী যুদ্ধবিরতীর পর হামাস আর গাজা নিয়ন্ত্রণ করবে না। যুদ্ধবিরতির পর গাজা উপত্যকার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবে ফিলিস্তিনি সরকারি জোট ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ (PA)।
- ২০২৫ সালের ১২ এপ্রিল যুদ্ধবিরতি চুক্তির তৃতীয় ধাপ শুরু হলে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক ও আরব দেশগুলোর সহায়তার মাধ্যমে ৩ থেকে ৫ বছর মেয়াদে গাজা পুনর্গঠন শুরু করবে।

একনজরে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ (Palestinian Authority-PA)

- **অন্যনাম–** ফিলিস্তিনি জাতীয় কর্তৃপক্ষ (Palestinian National Authority-PNA)
- **প্রশাসনিক কেন্দ্র–** রামাল্লাহ। ♦ **আইন সভা–** লেজিসলেটিভ কাউন্সিল।
- **রাষ্ট্রপতি–** মাহমুদ আব্বাস। ♦ **প্রধানমন্ত্রী–** মুহাম্মদ মোস্তফা।

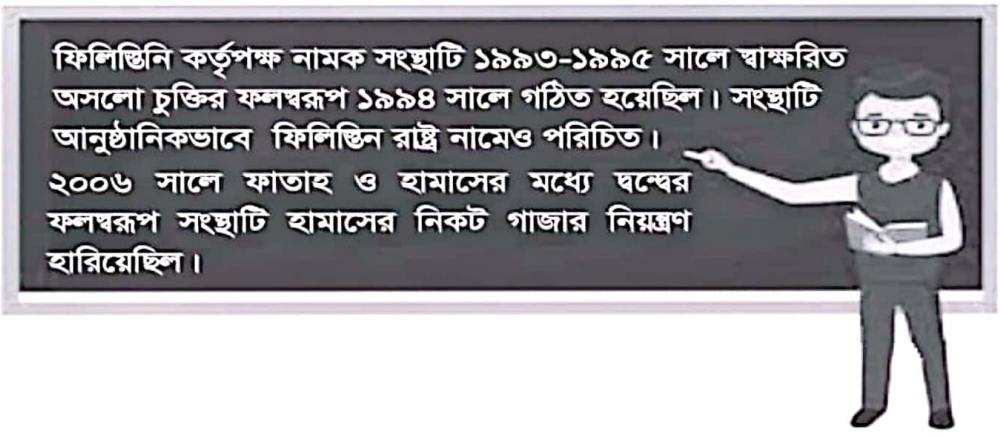

Join Our Facebook group for Regular PDFs....Click Here — FB Group — https://shorturl.at/c2ctz